তারিখ :

বরাবর
পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।

বিষয় : গ্র্যাচুইটি বিল হতে অতিরিক্ত কর্তনকৃত প্রায় একলক্ষ প্রদান প্রসঙ্গে।
সূত্র : ক) ২৪.০.০০০০.০৪০.০৪৯.০০১.১৬.৩৮৭ তাং ০৬/০৫/২০২৪।
খ) ২৪.০.০০০০.০৪০.০৪৯.০০১.১৬.২৬৩ তাং ০৬/০৫/২০২৫।

মহোদয়

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী ২৪/১২/১৯৮৪ তারিখে বাংলাদেশ রেশম বোর্ডে যোগদান করি। গত ১৪/১০/২০২৩ তারিখে আমার অবসরোত্তর ছুটি শুরু হয় এবং ১৩/১০/২০২৪ তারিখে অবসরোত্তর ছুটি শেষ হয়। আমার গ্র্যাচুইটি বিল প্রস্তুত করে বোর্ড প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য গাজীপুর জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক ও সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে বারবার মৌখিকভাবে অনুরোধ করি এবং লিখিতভাবে জানাই (কপি সংযুক্ত)। কিন্তু গ্র্যাচুইটি বিল প্রস্তুত করে বোর্ড প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য সহকারী পরিচালক ও সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কোনো পদক্ষেপ নেননি। যার প্রেক্ষিতে আমি জিআরএসএ অভিযোগ দাখিল করি। অভিযোগ দাখিল করার কারনে ব্যক্তিগত আক্রোশে জনাব মোঃ আব্দুল গাফ্ফার, সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, গাজীপুর হতে বদলী হওয়ার ০১ (এক) মাসের বেশী সময় পরে আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, রাজশাহীতে কর্মরত থাকা অবস্থায় আমার নামে অনেক বেশী দেনা দেখিয়ে গ্র্যাচুইটি বিল প্রস্তুত করে বোর্ড প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, গাজীপুরে নতুন যোগদানকৃত জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা নিয়ম অনুযায়ী যথাসময়ে কর্মস্থলে যোগদান করেন। **'গ্র্যাচুইটি বিলে দেয়া-পাওনার তালিকা যখন প্রস্তুত করা হয়, উক্ত সময়ে যিনি হিসাব শাখার দায়িত্বে থাকবেন তাঁরই দায়-দেনার পত্র তৈরি করার দায়িত্ব'**। জনাব মোহাঃ আব্দুল মালেক সহকারী পরিচালক ব্যক্তিগত রাগের বশে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল গাফ্ফারকে দিয়ে প্রায় ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা অতিরিক্ত দেখিয়ে দেনা-পাওনার তালিকা প্রস্তুত করিয়েছেন। কোনাবাড়ী রেশম বীজাগারে চুরি হওয়া মালামালসমূহ প্রস্তুতকৃত তালিকায় দেনা হিসেবে দেখিয়েছেন।

কোনাবাড়ী অফিসের চুরি হওয়া মালামালের তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমি দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়নি। যা মোটেই সত্য নহে। আমি দায়িত্ব হস্তান্তর বিষয়ে গাজীপুর জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মহোদয়কে বারবার মৌখিকভাবে অনুরোধ করি এবং ২১/১০/২০২৩ তারিখে দায়িত্ব হস্তান্তর/বুঝে নেয়ার জন্য লিখিতভাবে জানাই (কপি সংযুক্ত)। দায়িত্ব গ্রহণকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ গোলাম ছোহুরুল আলম, টেকনিক্যাল অফিসার দায়িত্ব গ্রহণে অনিহা/কালবিলম্ব করেছেন। যে কারনে গাজীপুর জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক অনেক পত্র লেখালেখি করেছেন, এমনকি ব্যাখ্যা তলব করেছেন (কপি সংযুক্ত)। তদুপরিও জনাব মোঃ গোলাম ছোহুরুল আলম, টেকনিক্যাল অফিসার দায়িত্ব গ্রহণ করেননি।

এভাবে অনেক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। প্রায় ০৮ (আট) মাস পরে সূত্রোক্ত 'ক' পত্রে সহকারী পরিচালক, জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, গাজীপুর দায়িত্ব হস্তান্তর/গ্রহণের জন্য বলেছেন। জনাব মোঃ গোলাম ছোহুরুল আলম, টেকনিক্যাল অফিসার পত্র প্রদানের তারিখ হতে প্রায় ছয় মাস পরে ২২/১২/২০২৪ তারিখে ভান্ডারে মালামালের (ময়মনসিংহ কার্যালয়ে সংরক্ষিত) দায়িত্ব বুঝে নেন।

সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল গাফ্ফার ২৯/১২/২০২৪ ও ৩০/১২/২০২৪ তারিখে গাজীপুর কার্যালয়ের ভান্ডারের স্টেশনারী মালামালসমূহ গণনা করে বুঝে নেন। ০১/০১/২০২৫ তারিখে স্টক মালামালসমূহ গণনা শুরু করেন। কয়েকটি আইটেম গণনার পর অবশিষ্ট মালামাল পরে গণনা করবেন মর্মে গণনা কাজ স্থগিত রাখেন। এর চার মাস পরে জনাব মাসুদা বেগম, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর এর উপস্থিতিতে ০৩/০৫/২০২৫ তারিখে পুনরায় গণনা করে বুঝে নেন। আমার অবসরোত্তর ছুটি শেষ হওয়ার পর (প্রায় ১৮ মাস) কোনাবাড়ী অফিসে চুরি হওয়ায় কিছু মালামাল ঘাটতি পরে। সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল গাফ্ফার ঘাটতিকৃত মালামালের বিষয়ে সহকারী পরিচালকের সাথে আলোচনা করে দায়িত্ব হস্তান্তর তালিকায় স্বাক্ষর করবেন মর্মে জানান। কোনাবাড়ী রেশম বীজাগার ভান্ডারের ও অফিসের মালামালসমূহ চুরি হওয়ায় জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মালেক আমাকে সাথে নিয়ে কোনাবাড়ী থানায় যায়। আমাকে বাদী হয়ে কেস/মামলা করতে বলেন। চুরি বিষয়ে আমি কেস/মামলা করতে রাজী না হওয়ায় কয়েকদিন পরে রাগের স্বরে আমাকে হুমকি দিয়ে বলেন যে, কেস করতে বলার পরেও কেন আপনি কেস/মামলা করলেন না, পরে ঠেলা সামলাইয়েন। আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব হস্তান্তর করতে আমি সবসময় প্রস্তুত ছিলাম কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণকারী কর্মকর্তাদ্বয় দায়িত্ব গ্রহণে অনিহার কারনে দীর্ঘ সময় পার হয়েছে।

গত ০২/০৪/২০২৫ তারিখে অফিসের নিরাপত্তা প্রহরী (দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োজিত) জনাব মোঃ নুরে আলম-এর নিকট হতে চুরি হওয়া মালামাল ধরা পড়ে। চুরি হওয়া সত্যেও জনাব মোহাঃ আব্দুল মালেক, সহকারী পরিচালক এবিষয়ে নিরবতা পালন করেছেন। তিনি চুরির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে কর্মচারীদেরকে দোষারোপ করছেন। আমার দায়িত্ব হস্তান্তর বিষয়ে সহকারী পরিচালক তাঁর দায় এড়ানোর জন্য পত্র লেখালেখি করেছেন।

নিয়মানুযায়ী আমার অবসরোত্তর ছুটি ১৩/১০/২০২৩ তারিখে শুরু হওয়ার পূর্বেই সকল দায়-দায়িত্ব বুঝে নেয়া উচিৎ। কিন্তু সহকারী পরিচালক তা করেননি। সহকারী পরিচালক মহোদয়, সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সকল দায়িত্ব বুঝে নিতে বলা সত্যেও তিনি বিভিন্ন অজুহাতে দায়িত্ব হস্তান্তর প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করেছেন। উক্ত সময়ে জোড়পূর্বক আমাকে দিয়ে বেআইনিভাবে অফিসের হিসাব শাখার ও দাপ্তরিক সকল কাজ করিয়ে নিয়েছেন। দাপ্তরিক কাজের বিনিময়ে আমাকে কোনো পারিশ্রমিক/অর্থ দেয়া হয়নি। জনাব মাসুদা বেগম, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর আমার ৫ মাস পরে অবসরোত্তর ছুটিতে যান কিন্তু তাঁর গ্র্যাচুইটি বিল আমার চার মাস আগে পেয়েছেন।

অপরদিকে জনাব মোঃ আব্দুল গাফ্ফার, সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, গাজীপুর তিনি ২০২৩, ২০২৪ ও ২০২৫ সালের প্রস্তাবিত ভ্রমনসূচি ও সম্পাদিত ভ্রমনসূচি এপ্রিল/২৫ মাসে ব্যাক ডেট দিয়ে (সব ভ্রমনসূচি একসাথে) অনুমোদন করে নেন। তদানুযায়ী ভ্রমনভাতা বিল উত্তোলন করেছেন কিন্তু বোর্ড প্রধান কার্যালয়ে প্রেরিত বকেয়া ভ্রমনভাতা অর্থের চাহিদা পত্রে (বকেয়া ভ্রমনভাতা নামের তালিকায়) জনাব মোঃ আব্দুল গাফ্ফার, সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, গাজীপুর-এর নাম ছিল না। বকেয়া ভ্রমনভাতা অর্থের চাহিদা পত্রে আমার নাম (মোঃ জহুরুল আলম) ছিল কিন্তু এখনও ২ মাসের ভ্রমনভাতা বিল আমার পাওনা আছে। স্বজনপ্রীতি করে সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, জনাব মোঃ আব্দুল গাফ্ফার ভ্রমনভাতা বিল উত্তোলন করেন, বিনিময়ে সহকারী পরিচালক সাহেব তাঁর নিজের নামে অগ্রিম গ্রহণকৃত অর্থের বিপরীতে দাখিল করা সকল সমন্বয়বিলগুলো সমন্বয় করে নেন। আমার জানা মতে সহকারী পরিচালক মহোদয় প্রায়ই ভ্রমনে ব্যস্ত থাকেন এবং রাত্রিকালীন সময়ে নিজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ভ্রমন সংক্রান্ত, পরিবহন ও আপ্যায়ন বিল ভাউচার তৈরী করতে ব্যস্ত থাকেন।

প্রায়ই ভ্রমন কাজে সহকারী পরিচালক মহোদয়ের ব্যস্ত থাকার কারনে-

- দীর্ঘদিন হতে কর্মকর্তা/কর্মচারী হাজিরা রেজিষ্টার প্রতিপালন হচ্ছে না।

- চিঠিপত্র রিসিভ রেজিষ্টার কোনাবাড়ী কার্যালয়ে নাই।
- পত্রপ্রেরণ রেজিষ্টারের প্রতি পাতায় ২/৩ টা স্মারক নাম্বার অজ্ঞাত কারনে ফাঁকা রাখা হয়।
- বীজাগারের শ্রমিক হাজিরা রেজিষ্টারে কাটাকাটিতে ভরপুর।
- বীজাগারে লীজ দেয়া জমির পরিমাণ, লীজ গ্রহীতা চাষীর সংখ্যা ও বিঘা প্রতি লীজমানির সঠিক তথ্য কারও জানা নাই।
- আমার চাকুরী ১৩/১০/২০২৩ তারিখে শেষ হওয়ার পরেও ডিসেম্বর/২০২৪ ইং পর্যন্ত সময়কালে অফিসের সকল কেনা-কাটায় ষ্টোর এন্ট্রি দেয়া এবং ভান্ডার রক্ষকের স্বাক্ষর আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে দিয়ে করানো হয়েছে। আমি বহুবার বলেছি, আমার দেয়া ভান্ডার রক্ষকের স্বাক্ষর নিয়মানুযায়ী হবে না, যা পরবর্তীতে নিরীক্ষা আপত্তি হতে পারে। বিষয়টি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আমলে নেননি। আমাকে দিয়ে জোর করে ভান্ডারের কাজ করিয়েছেন।
- আমাকে দায়িত্ব বুঝে দেয়ার জন্য বলা হলেও আমার কাছে ভান্ডারের কোন চাবী নেই। আমি শুধু কাগজে-কলমে ভান্ডার রক্ষকের দায়িত্ব পালন করে আসছিলাম। দীর্ঘদিন হতেই অফিস কক্ষ ও ভান্ডারের চাবী জনাব মাসুদা বেগম, অফিস সহকারী ও কাম কম্পিউটার অপারেটর-এর কাছে থাকে। পরবর্তীতে শুধু অফিস কক্ষের চাবী সহকারী পরিচালক, সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও নিরাপত্তা প্রহরী প্রত্যেকের কাছে ১ সেট করে থাকে।

আমার বিশ্বাস, চুরি হওয়ার ৫ মাস পরেও চুরির বিষয়ে কোনাবাড়ী থানায় সাধারণ ডায়েরী/মামলা করা হয়নি। সরকারি সম্পদ চুরি হওয়া সত্যেও জনাব মোহাঃ আব্দুল মালেক, সহকারী পরিচালক সাহেব নিরব রয়েছেন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নিকট বিষয়টি লিখিতভাবে জানানো হলে, তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত দোষী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা সম্ভব হতো। সহকারী পরিচালক মহোদয় কেন চুপ রয়েছেন, তা আমার জানা নাই। চুরি হওয়া মালামালসমূহ উদ্ধার করার জন্য সঠিক পথ অবলম্বন না করে সহকারী পরিচালক নিরব থেকে পুরো দায়ভার আমার উপর দিয়েছেন। যা আমার উপর অন্যায় ও জুলুম করেছেন। আমার মতো আর কোনো কর্মচারী যেন চাকুরীর শেষ পর্যায়ে এসে অফিস কর্তৃক হয়রানীর শিকার না হয়; এবিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন করছি।

এক্ষণে আমার গ্র্যাচুইটি বিলে উল্লেখিত চুরি হওয়া মালামালের তালিকা ও ব্যক্তিগত খতিয়ান ভালোভাবে না দেখে যে সকল দেনা তথ্য দেয়া হয়েছে তা তদন্তের মাধ্যমে চুরির প্রকৃত রহস্য উন্মোচন করে দোষী ব্যক্তিকে শাস্তির আওতায় আনা, আমার দেনা তালিকা হতে চুরি হওয়া মালামালের তালিকা (আমার নামের অংশে ৫৭২৫০ টাকা) বাদ দেওয়া, ব্যক্তিগত খতিয়ানে প্রকৃত দেনা সঠিকভাবে হিসাব নিরূপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। একই সাথে বেশী কর্তনকৃত অর্থ আমার ব্যাংক হিসাবে প্রেরণের জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনার অনুগত

(মোঃ জহুরুল আলম)
রেশম প্রতিপাদক (বর্তমানে অব:)
কোনাবাড়ী রেশম বীজাগার
গাজীপুর।
মোবাইল নম্বর: ০১৯১১২৫৮৯৭৯।